সংবাদ

তারিখ 21 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

মিঠামইনে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে

মোক্তার হোসেন গোলাপ, হাওর অঞ্চল থেকে ঃ শিক্ষামন্ত্রীর নিজ জেলা কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক অনিয়ম ও অব্যবস্থার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা আরও চরম থেকে চরম অবনতিতে পৌঁছেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন না এবং পাঠদান ও করান না। মাঝে মধ্যে এসে শুধু হাজিরা খাতায় দস্তখত করে চলে যান তারা। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী কর্মকর্তারা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান না। অন্যদিকে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনকে অবহিত করার পরও কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। সম্প্রতি 'সংবাদ'-এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষক সমিতির নেতা স্থানীয় সাংবাদিককে দেখে নেয়ার হুমকি দেন। এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে একটি জিডি করা হয়।

মিঠামইন উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩৭টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ২৯টি, ১০টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় রয়েছে।

সরজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, মিঠামইনে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দারিদ্র্য। এলাকার ৮৫ ভাগ লোক জীবিকার সংগ্রাম করে। এসব পরিবারের ছেলেরা শৈশব থেকে পিতার সঙ্গে শ্রম বিক্রি করছে। মেয়েরা করে সাংসারিক কাজ। অনেক পরিবারের মেয়েদের হাওরের জমি জিরাতের কাজ করতেও দেখা যায়। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার উপবৃত্তি ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করলেও মিঠামইনে খাদ্যের সুষম বন্টন হচ্ছে না। উপবৃত্তির টাকাও পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। হাতে গোনা কয়েকটি বিদ্যালয় উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। সম্প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা উপজেলা সদরে গিয়ে উপবৃত্তির টাকা না পেয়ে খালি হাতে ফিরে আসেন। জানা গেছে, ওইদিন শিক্ষা কর্মকর্তারা অফিসে না থাকায়, ব্যাংক থেকে টাকা উঠাতে পারেনি কেউ। শিক্ষা কর্মকর্তা তৌফিকুল ইসলাম উপবৃত্তির প্রায় ১ লাখ টাকা ফেরত পাঠিয়ে দেন। তিনি এখন সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে অনেক শিক্ষার্থী টাকা না পেয়ে বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে পড়েছে। সরজমিনে পরিদর্শনের সময় ২২টি বিদ্যালয় বন্ধ পাওয়া গেছে। ১৮টি বিদ্যালয়ের মাঠে ছাত্রছাত্রী দেখা গেলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনুপস্থিতি, অনিয়ম ও চরম অব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। আর এ অনিয়মই এখন নিয়মে দাঁড়িয়েছে। সূত্র মতে, এ উপজেলার বিদ্যালয়ে কোন তদারকি নেই বলে অধিকাংশ শিক্ষকই দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকেন। ফলে বিদ্যালয়-গুলোতে রীতিমতো ক্লাস হয় না। আবার অনেক বিদ্যালয়ের দরজা খোলা হয় না বলে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের বারান্দায় বসে থাকার পর বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আসেন ১১টায় এবং দুপুর ২টার আগে ছুটি দিয়ে চলে যান। শিক্ষকদের অবহেলার কারণে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া হয় না। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে অনেক ছাত্রছাত্রী নিজের নাম ঠিকানা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে লিখতে পারে না। তেমনকি ছাত্রছাত্রী কোন শ্রেণীতে পড়ে তাও লিখতে পারে না; অথচ আর কিছু পরেই বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হ শিক্ষকরা হাজিরা খাতায় দস্তখত ক নিজের বাড়ি ঘরের কাজে চলে যা নেতা শ্রেণীর শিক্ষকদের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগ রয়েছে তারা নিজ দায়িত্ব ভু গিয়ে মাসের শেষে এক দু'দিন বিদ্যাল এসে সারা মাসের হাজিরা খাতায় করেন এক সঙ্গে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানে কমিউনিটির সভাপতি ও সদস অনেকেই তার খোঁজ রাখেন ম্যানেজিং কমিটির সভা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্প কিছুই জানে না, কিন্তু তারা সভাপ পদ অলঙ্কৃত করে বসে আছে বিদ্যালয়ে ক্লাস হচ্ছে কি হচ্ছে না কোন খোঁজ রাখেন না। শিক্ষকরা মা শেষে ম্যানেজিং কমিটির সই বেতন ঠিকই নিচ্ছেন। অনেক অভিভ অভিযোগ করে বলেছেন, শিক্ষক একসঙ্গে কখনওই বিদ্যালয়ে দেখা না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অনেক শি অনুপস্থিত থাকেন। আবার বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পালা করে ক্লাস করান। যেমন একজন শি আসলে ওইদিন অন্যরা বিদ্যা আসেন না।

আর এমন অভিযোগও রয়েছে, অ ছাত্রছাত্রী তাদের সকল শিক্ষককে চে না। অনেক শিক্ষক কিশোরগঞ্জের বি স্থানে বসবাস করছেন। তারাও খাত ঠিক রেখে বেতন নিচ্ছেন মাসের শে শিক্ষকদের এসব অনিয়মের ক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির দ্রুত কমে যাচ্ছে।